R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

৬২শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ডেটলাইন কান্দী পনের ফেব্রুয়ারী—

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৫ ফেব্রুয়ারী—মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্মেলন, লোকায়ত শিল্পী সংসদ সংস্থার দারোদ্ঘাটন ও আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন—এই তিন অনুষ্ঠান মিলে মহকুমা শহর কান্দী আজ উৎসবে মেতে ওঠে সারাদিন ধরে। জেলার ৪১ জন সাংবাদিক, একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য অন্যান্য গুণীজনের উপস্থিতিও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কান্দী রাজবাটীতে আজ মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের অষ্টাদশতম বার্ষিক সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পৌরোহিত্য করেন সংঘের সভাপতি কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরুতে পরলোকগত সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পুরনো কর্মসমিতির সামান্য হেরফের ঘটিয়ে পনের জনের নতুন কর্মসমিতি গঠিত হয়। নির্বাচিত হন কমল বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি ; পীযূষ চন্দ্র, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও অনুত্তম পণ্ডিত—সহ-সভাপতি এবং বিজন ভট্টাচার্য—সম্পাদক। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নির্মল সরকার, সুধীন সেন, রাইহান বিশ্বাস, শৌরীন্দ্রমোহন সেন, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ ভকত প্রমুখ।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ওভার ব্রীজের ছক তৈরী, অপেক্ষা অনুমোদনের

বিশেষ প্রতিনিধি : চার বছর আগে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে দুই প্লাটফরমের মাঝে সংযোগকারী ওভার ব্রীজের ছক তৈরী হয়েছে এবং সেই ছক হাওড়ার বিভাগীয় সুপারিনটেনডেনটকে দেওয়া হয়েছে। আজিমগঞ্জের পি ডব্লু আই এর মাধ্যমে। এবং কনষ্ট্রাকশন বিভাগের ইনজিনীয়ার জঙ্গিপুর পুরসভাকে জানিয়েছেন যে, সেই প্রস্তাব পুর্ব রেলের চীফ ইনজিনীয়ারের কাছে পাঠানো হয়েছে অনুমোদনের জন্য। অসুস্থ, বৃদ্ধ, পঙ্গু, শিশু, মহিলা যাত্রী এবং সাধারণ মানুষের এক প্লাটফরম থেকে অন্য প্লাটফরমে যাতায়াতের অসুবিধা দূরীকরণ ও নিরাপত্তার জন্য জঙ্গিপুর পুরসভা ওভার ব্রীজটি অনুমোদনের কাজ ত্বরান্বিত করতে জেনারেল ম্যানেজারকে আবেদন জানিয়েছেন। জঙ্গিপুর পুরসভার তরফ থেকে পূর্ব রেলের চীফ ইনজিনীয়ার বরাবরে লিখিত এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গিয়েছে। চিঠিতে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের দাবি-দাওয়া নিয়ে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এ প্রকাশিত সংবাদের উল্লেখও করা হয়েছে।

জঙ্গিপুর পুরসভা অপর এক চিঠিতে পূর্ব রেলের চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনীয়ারকে লিখেছেন, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে রেলের ফীডার রোডে দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়নি। রাত্রে আলোর অভাবে এই রাস্তায় যানবাহন চলাচলে অসুবিধা হয় এবং সমাজবিরোধীদের আনাগোনায় নিরাপদে পথ চলতে যাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। পুরসভা এই চিঠিতে অনতিবিলম্বে রাস্তাটি আলোকীকরণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নেতৃত্বের পরিবর্তন আসন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নে জোর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন থানা কমিটিতে নেতৃত্বের পরিবর্তন হতে পারে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে মহকুমায় এখন দুটো গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়েছে বলে প্রকাশ। জনৈক শ্রমিক নেতা জানিয়েছেন, কিছু নেতার দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্যই নাকি অবিলম্বে ইউনিয়নের পুনর্গঠন প্রয়োজন। তিনি অবশ্য কারও নাম উল্লেখ করতে চাননি। অপরদিকে সদ্য গঠিত সুতী-সামসেরগঞ্জ বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হোসেন আলি গত সপ্তাহে ফরাক্কায় এন এল সি সির সভায় উপস্থিত হয়ে আই এন টি ইউ সি ছেড়ে এন এল সি সি তে যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

রাস্তা পরিষ্কার রাখুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৭ ফেব্রুয়ারী—শহর রঘুনাথগঞ্জের নেতাজী সুভাষ রোড (সাবেক কারমাইকেল রোড) একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে দৈনিক কয়েক হাজার লোক গঙ্গার এপার-ওপার যাতায়াত করেন। অথচ রাস্তাটি নিয়মিত পরিষ্কার হয় না, কর্দমাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। রোজ এই রাস্তায় বাস ধোয়ার ফলে বাসের মাড গারডের কাদা এবং বাস ধোয়া জল রাস্তায় জমে পীচ ঢেকে গিয়েছে। এবং জল কাদায় মাখা রাস্তাটি জনসাধারণের যাতায়াতের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বাস ধোয়ার কর্ম্মটি বাস মালিকরা সদরঘাট

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

৪টি সেতুর সম্ভাবনা

সাগরদীঘি, ১৭ ফেব্রুয়ারী—এই ব্লকের গাদীতে উপলাই বিলের ওপর একটি শ্লুইস গেট-কাম-ব্রীজ, উপলাই ও দামোস বিলের সংযোগস্থল ডুগরিতে একটি সেতু, বিনোদ নালায় একটি শ্লুইস গেট-কাম-ব্রীজ এবং বালিয়াতে একটি সেতু তৈরীর প্রকল্প রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। প্রকল্পগুলি সরেজমিনে তদন্তের কাজ ও মাপজোখ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। প্রস্তাবিত ৪টি সেতুর মধ্যে বালিয়ায় সেতু নির্মাণের কাজ অগ্রাধিকার পাবে বলে জানা গিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে খবরটি জানিয়েছেন সাগরদীঘি বিধানসভার সদস্য নৃসিংহ মণ্ডল।

আর দেরী করবেন না। বিনা মূল্যে

একটা টাইমষ্টার হাতঘড়ি, যার বাজার দাম ১৫০/১৬০ টাকা।

গোদরেজ ফ্রিজ ও ভোল্ট ষ্টেবিলাইজার এক সঙ্গে কিনলে তার সঙ্গে পাচ্ছেন একটা আপনার পছন্দমত টাইমষ্টার হাতঘড়ি।

এ সুযোগ মাত্র ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ পর্যন্ত, সীমিত ষ্টক আসন্ন বাজেটের পূর্ব্বে কিনুন!

ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
পোঃ বোলপুর, ফোন ২৪।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

ধন্বন্তরী ধরিত্রী

'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর' বলিয়া একটি প্রবাদ বাক্য প্রায়ই শ্রুত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্বাসের দ্বারা ইপ্সিত বস্তুটি মিলিবার ব্যাপারটি একটি হুজুগে পরিণত হইয়া যায়। সেখানে বস্তু বহু দূরে পড়িয়া থাকে, বিশ্বাসই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কিছুদিনের মত চারিদিক মাতাইয়া রাখে।

বস্তুতঃ এইরূপ কাণ্ডকারখানা প্রায় এক মাস যাবৎ ঘটিয়া চলিয়াছে ধুলিয়ান হইতে কয়েক মাইল দূরে শিকদারপুর গ্রামে। সেখানে এখন সর্বস্থানের সর্বশ্রেণীর মানুষের এক মহামেলা। সন্ধানীরা বিরাট আশায় চলিয়াছে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে মাটি খুঁড়িয়া পাকল স্তরের মাটির চাপ বাহির করিয়া তাহা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ঔষধের বড়ির আকৃতি মৃদ্‌বটিকা বাহির করিতেছে। এই মৃদ্‌বটিকাই নাকি সর্বরোগহরক্ষম। রোগের নির্দিষ্টতা কিছু নাই; যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া চিররোগগ্রস্ত, আত্মীয়স্বজন লইয়া সেখানে আসিতেছে এবং এই প্রকার দৈব ঔষধ যে যেমন পারিতেছে, সংগ্রহ করিতেছে। ঔষধ সংগ্রহের পালা এখন এমন পর্যায়ে আসিয়াছে যে, এই স্থানটি সাইকেল, রিক্সা, মোটরবাস, ট্যাক্সি, পদযাত্রীর কলকোলাহলে মুখর। একটি জমজমাট জনারণ্য।

যে জনশ্রুতি আজ দূর-দূরান্তরের মানুষকে এখানে আকর্ষণ করিতেছে তাহা তথ্য-প্রমাণাদির অপেক্ষা রাখে না। একটি বালক নাকি স্বপ্নাদ্য এই ঔষধখনির সন্ধান পাইয়া নিজে রোগমুক্ত হইয়াছে। ইহাও শোনা গিয়াছে যে, এক ধর্মপ্রাণ মূক হাজি সাহেব স্বপ্নে প্রাপ্ত এই অদ্ভুত ঔষধ সেবন করিয়া বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। কে সেই বালক বা কোথায় সেই হাজি সাহেব —কোন প্রয়োজন নাই সন্ধানের বা যাচাইয়ের। দলে দলে লোক জুটিতেছে ঔষধ সংগ্রহের জন্য।

উল্লেখিত বালক বা হাজি সাহেবের পর আর যাহারা এই ঔষধ সেবন করিয়াছে, তাহারা রোগমুক্ত হইতে পারিল কিনা, এমত জানি না। তথাপি বিশ্বাসনির্ভর অথবা হুজুগপ্রিয় লোকের ভীড় অদ্যাপিও অব্যাহত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই শহরের সন্নিকটে গিরিয়া-সেকন্দরা গ্রামে দীর্ঘদিন পূর্বে একই রকমের ঘটনা ঘটিয়াছিল। একটি অতি ক্ষুদ্র জলাশয়ে দুধ ঢালিয়া দিয়া সেখানে টুপ করিয়া একটি ডুব দিলেই নাকি হারান দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে এই বিশ্বাসে অজস্র লোক সেখানে হাজির হইয়াছিল। ঐ ক্ষুদ্র জলাশয়ের চারিদিকে যে যেমন পারিয়াছে, সকর্দম জলে ডুব দিয়াছিল। তথাপি কেহ চক্ষুষ্মান হইয়া ফিরিয়াছিল কিনা, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলে নাই। ক্রমে সেই জনারণ্য স্তিমিত হইয়া যায়। আজ আর সেই জলাশয়ের পূর্ব শক্তির কথা জানা যায় না। আলোচ্য শিকদারপুরের ঔষধখনিটি এমনিভাবে একদিন প্রকৃতির মহা-নীরবতায় আচ্ছন্ন হইবে; মৃদ্‌বটিকা সংগ্রহের উৎসাহে ভাঁটা পড়িবে। তথাপি মাসাবধি এই জনমুখরতা এবং দূর-দূরান্তের জনসমাগম বিশ্বাস অথবা হুজুগের প্রভাবে কিনা বলিতে পারি না। তবে রোগক্লিষ্টদের রোগমুক্তি আমরাও কামনা করি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়ন

৬২ বর্ষ ২৪ সংখ্যা জঙ্গিপুর সংবাদে সত্যনারায়ণ ভকতের "শরৎচন্দ্র শরচ্চন্দ্র ও জন্মবর্ষ" লেখাটির জন্য লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে জানাচ্ছি যে, শরৎচন্দ্রের লেখা আজকাল তেমন কেউ পড়েন না। আলালের ঘরের দুলালের নিজস্ব আলমারীতে বা নামী অনামী পাঠাগারে শরৎ পুস্তক কেবল শোভা-বর্ধন করে মাত্র। অবশ্য শরৎচন্দ্রের পুস্তকের কিছু কিছু পাঠক আছেন যাঁদের সেই পড়াশুনার সঙ্গে মনন বা চিন্তাশীলতার কোন সম্পর্ক নেই। বই পড়া তাঁদের অবসর বিনোদন মাত্র। আর যাঁদের পর্ণগ্রাফির প্রতি অরুচিকর আগ্রহ—তাঁদের কাছে শরৎ-সাহিত্য 'তোওবা তোওবা।' শরৎচন্দ্রের নারীদের কান্না আজও থামেনি, কেও তাঁদের চোখের জল মোছাতে আসে না। আজও তাই দেশে দেশে নিষিদ্ধ পল্লীর জন্ম হয়, বাপ-মায়ের ভিটে-মাটি উচ্ছেদ করে তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথ থেকে তারা উধাও হয়, নিজের সম্মান রাখতে আত্মবলি দিতে হয়। এবং শত অত্যাচার সয়েও চরিত্রহীন স্বামী, ঝগড়াটে ননদ নিয়ে অথবা শাশুড়ীর চোখের বালী হয়ে ঘর করে। আপস-হীন মানবতাবাদীর মূর্ত প্রকাশ যেদিন হবে, নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধের চূড়ান্ত সংকট যেদিন কাটবে, হতাশা, ভিরুতা, স্বার্থপরতা যেদিন সমাজজীবন থেকে বহুদূরে চলে যাবে, সুবিধাভোগী-দের রাজত্ব নষ্ট হবে সেদিন হবে প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন; নইলে যতই শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ঢাক ঢোল পিটানো হোক না কেন অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে, আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার বদলে চরম অপমান করে বসব। এক কথায় যে অভাবিত দরদ ও মমতার ঐতিহ্য শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, আজকের যুগ সে ঐতিহ্য রক্ষা করতে না পারলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। —বন্দনা ঘোষ, হিলোড়া, মুর্শিদাবাদ।

শরৎ শতবর্ষের বক্তব্য

শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সারা বাংলা জুড়ে সুরু হ'য়েছে শতবার্ষিকীর নানা আয়োজন। সভা-সমিতিতে শরৎ বন্দনা, শতবার্ষিকী ও শরৎ-সাহিত্য কমিটি গঠনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে দিকে দিকে। শরৎচন্দ্রের তিরোধানের আটত্রিশ বছর তেমন কোন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়নি তাঁর স্মৃতিরক্ষার। এর থেকে মনে হয় আমরা এই সুযোগে নিজেদেরই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি। কিছু কিছু বক্তাকে বলতে শুনছি—শরৎচন্দ্র প্রয়াত হবার পর আর তাঁর মত সাহিত্যিক জন্ম নেননি বা আমরা বর্ত-মানের সাহিত্যিকরা শরৎচন্দ্রের মানসিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে একটুও অগ্রসর হইনি, হ'তে সক্ষম হইনি। এটা যে কতখানি অসত্য তা আমরাও যেমন জানি, বক্তারাও তেমনই জানেন। তবুও অতিভক্তির জোয়ারে বর্তমান সাহিত্যিকদের হেয় প্রতিপন্ন ক'রেই আনন্দ পাচ্ছেন। যে যুগ গত হ'য়েছে, সে যুগে যত উন্নতিই হ'য়ে থাকুক না কেন, এটাই স্বাভাবিক সত্য যে যুগ প্রবাহ কোনদিন একই স্থানে আটকা পড়ে থাকতে পারে না। গতিশীল জগতে কি সাহিত্য, কি দর্শন, কি রাজনৈতিক মতবাদ সবই পরি-বর্তিত হচ্ছে এবং সকল চিন্তাধারায় পুরাতনকে অবলম্বন ক'রে আরো উচ্চতর স্তরে উন্নীত হ'য়ে চলেছে। এর বিরাম নাই। অতিভক্তির প্রাচুর্যে শরৎ যুগ এখনও টিকে রয়েছে এবং বর্তমান সাহিত্যিকরা লেখনীতে তাঁর চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নন। এই চিন্তাধারা কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। যা গত, তা ভূত। গতের চেয়ে বর্তমান অবশ্যম্ভাবী শক্তিশালী সর্ব-ক্ষেত্রেই। কেন না যুগ চিরদিন প্রগতিশীল, পশ্চাদ্‌গামীই হতে পারে না। তাই বক্তারা যদি এই অতি-ভক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে বলতেন, শরৎচন্দ্র সে যুগের একজন বিদ্রোহী ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক এবং বর্তমানের পথ প্রদর্শক, তাহলে তাঁদের সঙ্গে একমত হ'তে আমার দ্বিধা থাকতো না। কিন্তু বর্তমানের শক্তিশালী সাহিত্যিকগোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে কোন বিগত ব্যক্তিত্বকে বিরাট ও বিশাল প্রতিষ্ঠা দেবার বিষাক্ত মানসিকতার প্রশংসা করা যায় না। এবং তা বাঞ্ছনীয় নয়।

—ঠাকুরদাস শর্মা, রঘুনাথগঞ্জ।

শরৎ সাহিত্যে নারীর মূল্য

শরৎ শতবার্ষিকীতে দেশের প্রতিটি স্থানেই এখন শরৎচন্দ্রের উপর নানান আলোচনা-সভা ও সেমিনার চলছে। জঙ্গিপুর সংবাদেও কিছুদিন পূর্বে 'শরৎচন্দ্র শরচ্চন্দ্র ও জন্মবর্ষ' শিরো-নামায় আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার একটি লাভ যে, এর দ্বারা অনেক নোতুন তথ্য জানতে পারা যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি সাময়িক পত্রে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে তাঁর স্নেহধন্যা রাধারাণী দেবী ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক অনুদ্‌ঘাটিত তথ্যকে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের জীবন সঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবী যে আমৃত্যু লেখকের আনুষ্ঠানিক বিবাহিতা স্ত্রী না হয়েও সহধর্মিনীর যোগ্য মর্যাদা পেয়েছিলেন—এর দ্বারাই প্রমাণ হয় লেখকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের কতো ঘনিষ্ঠ যোগ। শরৎ-সাহিত্যে নারীর মূল্য এবং আদর্শ যে শরৎচন্দ্রের জীবনের আদর্শ ছিল এটা নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে।

—হাসিনা ইসলাম, বিবেকানন্দ সরণী, রঘুনাথগঞ্জ।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণে মুর্শিদাবাদ জেলা

(কয়েকটি উদাহরণ)

* গ্রামীণ উৎপাদন প্রকল্পে প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।
(ক) ৭টি রাস্তার উন্নয়ন। (খ) ৩টি পুকুর সংস্কার। (গ) ২টি বন উন্নয়ন এবং (ঘ) জল নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ২৭টি বিল, নালা ইত্যাদির সংস্কার সাধন।

* বিশেষ কর্ম-সংস্থান কার্যাসূচীর মাধ্যমে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জেলার ১৭টি গ্রাম্য রাস্তার উন্নয়ন (ইট-ঝামার পর্য্যায়)।

* স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য ১টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রাথমিক পর্য্যায়ে ৪৫টি অনুরূপ স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ৬টির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

* কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য :—

১) দ্রুত খাদ্য উৎপাদন প্রকল্পে (Accelerated food production programme) ১৫টি গভীর নলকূপ এবং মোট ১০০০টির মধ্যে বর্ত্তমানে ৮২৫টি অগভীর নলকূপ বসানোর কাজ এগিয়ে চলেছে।

২) বিশ্বব্যাঙ্ক কার্যাসূচীতে সেচ সমিতির মাধ্যমে (ঋণ প্রকল্পে) ৭৪টি গভীর নলকূপ ও ৪৩৭৫টি অগভীর নলকূপ বসানো হবে।

৩) এ ছাড়া আরও ১২টি ডিজেল চালিত নদীজল উত্তোলন সেচ প্রকল্প রূপায়িত হবে।

* যে সমস্ত বাস্তুহীন গ্রামীণ শ্রমিক বাস্তুজমি পেয়েছেন তাদের জন্য সরকারী ব্যয়ে প্রায় ১০০০টি গৃহ নির্ম্মাণ করে দেওয়া হবে। এছাড়া লুথারিয়ান ওয়ারল্ড সার্ভিস-এ জঙ্গিপুর মহকুমায় বাস্তুহীনদের জন্য ৫০০ শত গৃহ নির্ম্মাণ করেছেন।

* যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, এমন ২৩টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

* এই জেলার ২৬টি জয়ন্তী গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ২৬টি নলকূপ বসানোর কাজ চলছে।

* এ পর্য্যন্ত ৭টি তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৭ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

* ১৫৫টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে এ পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ মিটার কাপড় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৪ হাজার রিম কাগজ স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

* যে সমস্ত কৃষক কৃষিজমি পেয়েছেন তাঁদের জমির উন্নয়নের জন্য বিশেষ অনুসন্ধানের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। ৩৭০০ কৃষকের উন্নতির জন্য ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সরকারের নিকট চাওয়া হয়েছে। ঐ টাকায় অনুমান প্রায় ১ হাজার ৭ শত একর জমি সমতল ও সেচের ব্যবস্থা করা যাবে।

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রচারিত)

ডাকাতির অভিযোগে অঞ্চল প্রধান ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার মহেশপুর থানা এবং বীরভূমের মুরারই থানা এলাকায় কয়েকটি ডাকাতির অভিযোগে বিহার এবং বীরভূম পুলিশ রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের সহযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চল প্রধান সুবল সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে। সুবল সাহার বন্দুক আটকের খবরে পুলিশের সমর্থন মেলেনি।

ডেটলাইন কান্দী, পনের ফেব্রুয়ারী (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিকেলে জেলার অবহেলিত শিল্পীদের স্বীকৃতিদানের উদ্দেশ্যে গঠিত লোকায়ত শিল্পী সংসদ সংস্থার দারোদ্ঘাটন করেন সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থার সদস্য সংখ্যা বর্ত্তমানে ৬৫ জন, স্থাপিত হয়েছে গত নভেম্বর মাসে। কান্দী মহকুমা শাসক ও সংস্থা সভাপতি রঞ্জিত গাঙ্গুলী জানান, এই সংস্থাকে জেলাভিত্তিক করে গড়ে তোলা হবে। সভাপতির ভাষণে কমলবাবু বলেন, পাঁচথুপি, ইসলামপুর, সাগরদীঘি ও জঙ্গিপুরে এই সংস্থার একটি করে কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

আজকের তৃতীয় ও শেষ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কান্দী আদালত প্রাঙ্গণে। এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ীর অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস। রামেন্দ্রসুন্দর জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি ও ছাত্রবৃত্তি উপসমিতি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মোস্তফা সিরাজ।

রাস্তা পরিষ্কার রাখুন (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পা র কে র মধ্যে করাতে পারেন অনায়াসে। অন্যান্য শহরের মত এই শহরেও একটি প্রশস্ত জায়গায় বাস ষ্ট্যাণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। নাগরিকরা রাস্তা পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে পুরসভার সহযোগিতা কামনা করছেন।

বাসের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারী—গতকাল রাত্রে 'গণপতি' বাস সারভিসের কনডাকটর পঞ্চানন দাস ভাড়া আদায়ের সময় ওই বাসেরই ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে ভর্ত্তির পর আজ সকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারী—আজ স্থানীয় সেবাশিবিরের মাঠে জঙ্গিপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ভলি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় জোতকমল স্পোরটিং ক্লাব মির্জাপুর নবভারত স্পোরটিং ক্লাবকে ৩—২ গেমে পরাজিত করে শীলড্ লাভ করে।

সকল প্রকার ঔষধের জন্য

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন নং : আর ,জি, জি ১৯

খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি ★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি

ফোন—২৩

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

ট্রানজিট গোডাউন

ডালকোলা (ফোন—৩৫)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বিড়ির সেরা

অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি

মুর্শিদাবাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

মদনগোপাল মেমানী এণ্ড ব্রাদার্স

জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড কমিশন এজেন্টস্

ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—১৬

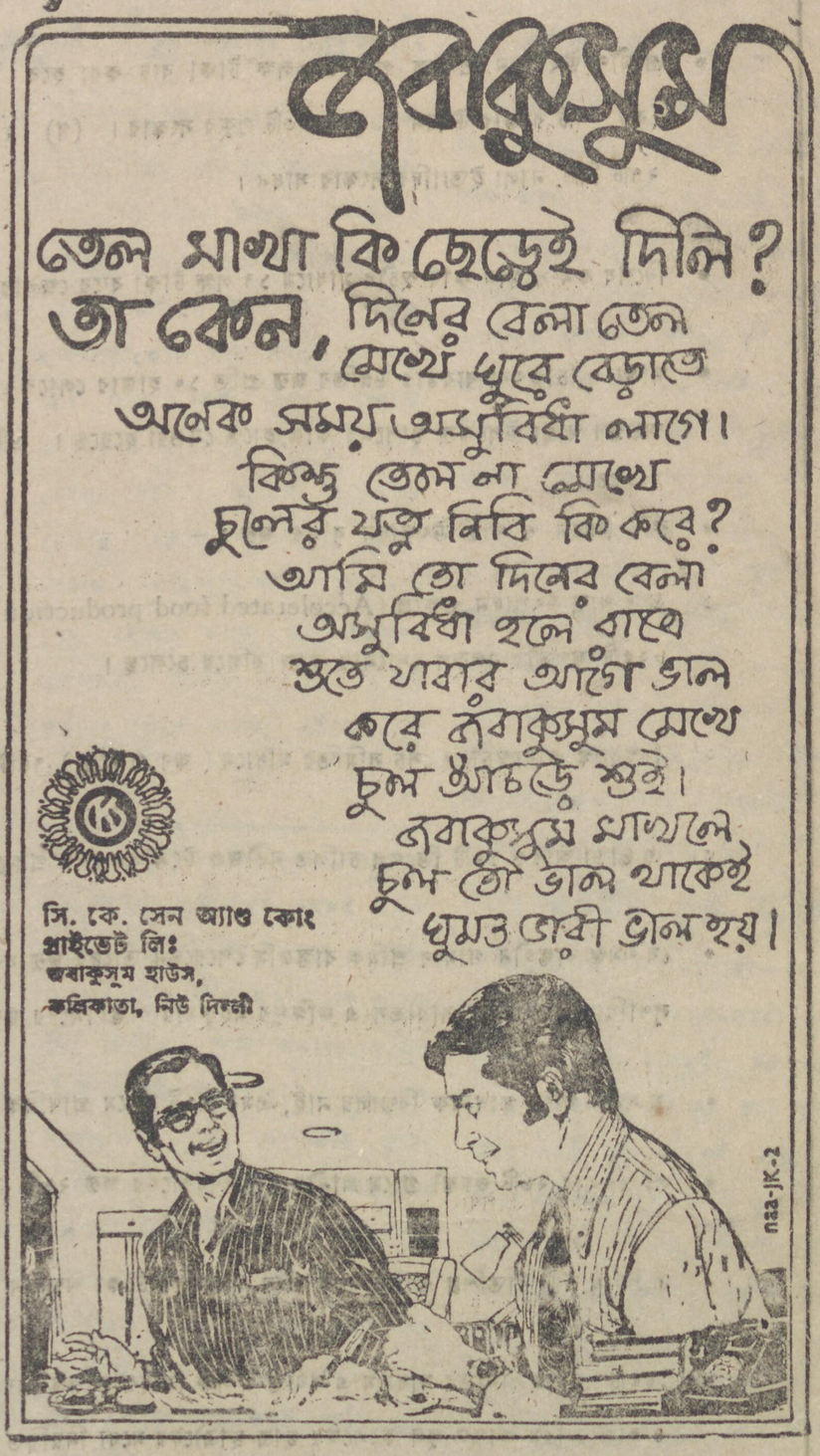

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রাম্বজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭